প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রণোদনা কর্মসূচী ঘোষণা

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র, ১৪২৪ বঃ; ১০সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার পাশাপাশি কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে কৃষি প্রণোদনা বাবদ ৫ লাখ ৪১ হাজার ২শত ১ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৫৮ কোটি ৭৭ লাখ ১৯ হাজার ৩১৫ টাকার বীজ ও রাসায়নিক সার দিচ্ছে সরকার।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ করেছেন। আমাদের মাননীয় স্পীকার, মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ করেছেন।

বর্তমান খরিপ-২/২০১৭-১৮ মৌসুমে মাসকলাই, রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, ফেলন, খেসারী, বিটি বেগুন ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলায় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

এছাড়া প্রণোদনা কার্যক্রম বাবদ মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমান ৫৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ১৫ টাকা, প্রণোদনা কার্যক্রমভুক্ত জমির পরিমান ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শত ০১ বিঘা, প্রণোদনা কার্যক্রমভুক্ত মোট উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্য ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ২ শত ০১ জন, প্রদত্ত কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রমের ফলে ৭২৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত টাকার ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে, আলোচ্য প্রণোদনা কার্যক্রমে ব্যয়ের তুলনায় আয় হবে ১২ গুন।

সর্বোপরি ৫৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ১৯ টাকা ব্যয়ে ৭২ হাজার ৩ শত ৬ হেক্টর জমিতে গম, ভূট্টা, সরিষা, ফেলন, খেসারি, গ্রীষ্মকালীন মুগ, গ্রীষ্মকালীন তিল, মাসকলাই, চিনাবাদাম ও বিটি বেগুন ফসল চাষ করে ৭২৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত টাকার ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে কৃষক প্রতি ১ টাকা ব্যয় করে ১২ টাকা আয় করতে পারবে।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১০.৯.১৭

বিবেকানন্দ রায়
সিনিয়র তথ্য অফিসার
কৃষিমন্ত্রণালয়,
মোবাঃ ০১৭১১-৮১৫৮৮১
ফোনঃ ৯৫১৪৭৭৬
E-mail: vivekroy07@yahoo.com